দেশে নতুন জাতের তুলা উৎপাদন কমিয়ে আনবে আমদানিনির্ভরতা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৭৫ লাখ বেল তুলার চাহিদা থাকলেও এর মাত্র ২ দশমিক ৩৫ শতাংশ দেশে উৎপাদন হচ্ছে। আর পোশাক খাতে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ তুলা বাইরে থেকেই আমদানি করতে হয়। এবার আমদানিনির্ভরতা কমাতে 'সিডিবি তুলা এম-১' নামের নতুন জাতের তুলা উৎপাদন শুরু হয়েছে। এ তুলার প্রধান বৈশিষ্ট্য এটি খরাসহিষ্ণু, উচ্চ তাপমাত্রা-সহনশীল, দ্রুত সময়ে উৎপাদন করা সম্ভব আর এর ফলনও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশি। মূলত তুলা উন্নয়ন বোর্ড আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে তুলার এ জাত উদ্ভাবন করছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, আগামী বছর থেকেই বাণিজ্যিকভাবে এ তুলা উৎপাদন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে দেশের ১৩ স্থানে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে এর উৎপাদন হচ্ছে। কৃষিবিদরা বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, নতুন জাতের তুলা অধিক উৎপাদনশীল এবং উন্নত ফাইবার গুণসম্পন্ন। চলতি বছরের ১৩ মার্চ নতুন জাতের এ তুলা আনুষ্ঠানিকভাবে অবমুক্ত ও নিবন্ধন করা হয়। বর্তমানে নতুন জাতের এ তুলা দেশের ১৩ স্থানে রোপণ করা হয়েছে। এজন্য হাজারের ওপর বেশি কৃষক এর রোপণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তারা আরও জানান, এ তুলা বরেন্দ্র অঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে উৎপাদনের পরামর্শ দেওয়া হলেও পুরো বাংলাদেশেই পরীক্ষামূলকভাবে এ তুলা উৎপাদনের উপযোগিতা দেখা হচ্ছে। এ তুলা উৎপাদনে একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারের মান ও চাহিদা বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর এ তুলা দেশের টেক্সটাইল ও স্পিনিং মিলেই ব্যবহৃত হবে। যেহেতু দেশে জমির পরিমাণ কম এবং কম পানি ব্যবহার করে কীভাবে তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় সে চেষ্টা করা হচ্ছে। বরেন্দ্র অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল, যে চরাঞ্চল বন্যার পানিতে ডোবে না, নতুন বাগান যেখানে আছে এবং তামাক চাষের পরিবর্তে তুলার চাষ করতে যাচ্ছেন তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

ফলন হেক্টরপ্রতি সাড়ে ৫ টন, কৃষকের আয় বাড়বে ৪০ ভাগ

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক কামরুল ইসলাম বলেন, 'মিউটেশন প্রজনন এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

দেশে নতুন জাতের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর] আমাদের জন্য গবেষণার একটি নতুন ক্ষেত্র। এ নতুন তুলা অল্প সময়ের মধ্যেই জন্মাতে পারে। আমরা আশা করি এ তুলা দ্রুতগতিতে উৎপাদন হবে এবং এর ফলনও ভালো হবে। এর উৎপাদনে কৃষকের আয় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।' সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন একবার ব্যাপক হারে ব্যবহার করলে নতুন জাতটি দেশের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক সুবিধা নিয়ে আসবে। পর্যাপ্ত এবং উচ্চমানের অভ্যন্তরীণ সরবরাহের অভাবে তুলাশিল্প বর্তমানে আমদানির ওপর নির্ভরশীল। শুষ্ক ও বর্ষা ঋতুর পরিবর্তন বাংলাদেশের তুলাকে বিশেষভাবে অরক্ষিত করে তোলে এবং সারা বছর স্থিতিশীল পানি সরবরাহের অভাবে ফলনের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আশঙ্কা করা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এটি আরও তীব্র হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শুষ্ক মৌসুমে নতুন এ জাতটি সহজেই চাষ করা যাবে। এজন্য খুব বেশি সেচের প্রয়োজন হবে না। এ ছাড়া এটি চরম জলবায়ুসহনশীল একটি জাত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অন্যান্য জাতের তুলনায় এ জাতের তুলা অন্তত ৩০ দিন আগে সংগ্রহ করা যায়। এর পাশাপাশি উৎপাদনে কম জায়গা লাগে। নতুন জাতটির সম্ভাব্য হেক্টরপ্রতি ফলন প্রায় সাড়ে ৫ টন। অন্য জাতের হেক্টরপ্রতি ফলন ৪ টন।

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক কৃষিবিদ মো. আখতারুজ্জামান বলেন, 'আমরা আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় এ জাতটি উদ্ভাবন করেছি। এ জাতটি দ্রুত সময়ে উৎপাদন করা সম্ভব। আর এর ফলন বেশি। তুলার নতুন জাতটি মিউটেশন ব্রিডিং করা হচ্ছে। গামা রে ব্যবহার করে এর জেনেটিক পরিবর্তন এনে এর ভ্যারিয়েশনগুলো পর্যবেক্ষণ করে নতুন জাত তৈরি করা হয়েছে। এ জাতটি খরাসহিষ্ণু ও উচ্চ তাপমাত্রা-সহনশীল।' তিনি জানান, দেশের ১৩টি জোনে এ বছর প্রথম নতুন জাতের তুলার চাষ হয়েছে।